সিদ্দগঙ্গাইয়া (মৃত) আইনি প্রতিনিধির দ্বারা

বনাম

এন.কে. গিরিরাজ শেট্টি (মৃত) আইনি প্রতিনিধির দ্বারা

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৫০০৭)

১১ই মে, ২০১৮

[অরুণ মিশ্রা এবং উদয় উমেশ ললিত, বিচারপতিদ্বয়]

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ঃ

*আদেশ **XXI** বিধি ৯০, ধারা ৪৭ সহ পঠিত - বিবাদী নং ১ এর কাছ থেকে মামলা সম্পত্তি ক্রয়ের ভিত্তিতে দায়ের করা মালিকানা এবং ঘোষণার জন্য মামলা - বিবাদী নং ২, যিনি বিবাদী নং ১ এর স্ত্রী, যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিবাদী নং ১ বাদীর কাছে মামলা সম্পত্তি বিক্রি করতে পারতেন না কারণ তিনি একটি ভরণপোষণ মামলায় মামলা সম্পত্তির উপর চার্জ পেয়েছিলেন - তার মামলা ছিল যে তার স্বামী বাদীর সাথে যোগসাজশে একটি নামমাত্র এবং কাল্পনিক বিক্রয় দলিল তৈরি করেছিলেন এবং ভরণপোষণ মামলার বিচারাধীন থাকাকালীন উক্ত বিক্রয় দলিলটি সম্পাদন করা হয়েছিল এবং এইভাবে, টিপি আইনের ধারা ৫২ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল - উক্ত মামলাটি অবশেষে তার পক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি ডিক্রি পেয়েছিলেন এবং সম্পত্তিটি নিলামে বিক্রি করা হয়েছিল এবং আদালতের নিলামে তার দ্বারা সফলভাবে ক্রয় করা হয়েছিল - বিবাদী নং ১ আদেশ **XXI**, বিধি ৯০ এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন এবং বাদীও ধারা ৪৭ এর অধীনে বিক্রয় বাতিল করার জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন - চাপ না দেওয়ায় বিবাদী নং ১ এর আবেদন খারিজ করা হয়েছিল - হাজিরা এবং বিক্রয়ের অভাবে বিক্রয় বাতিল করার জন্য বাদীর আবেদনও খারিজ করা হয়েছিল নিশ্চিত করা হয়েছে – বিবাদী নং ২ মামলার সম্পত্তি আপিলকারী-বিবাদী নং ৩-এর কাছে বিক্রি করেছেন – বাদী আদেশ **XXI**, বিধি ৯০ এর অধীনে আবেদন দাখিল করার সত্যতা দমন করেছেন এবং তার খারিজ মালিকানা ঘোষণা এবং দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা দায়ের করেছেন – আদেশ **XXI**, বিধি ৯০ এর অধীনে আবেদন খারিজের পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি রেস জুডিকাটার নীতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা ধারা ৪৭ সহ পঠিত – অনুষ্ঠিত: যেখানে বস্তুগত অনিয়মের কারণে বিক্রয় বাতিল করার জন্য আদেশ **XXI**, বিধি ৯০ এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং আদেশ **XXI** এর নিয়ম ৯২(১) এর অধীনে বিক্রয় নিশ্চিত করা হয়েছে, সেখানে আপত্তিকারী আদেশ **XXI**, বিধি ৯২(৩) এর অধীনে বিধান অনুসারে একই কারণে বিক্রয় বাতিল করার জন্য মামলা দায়ের করতে পারবেন না – বিবাদী নং ২ (ডিক্রি-ধারক) দ্বারা করা নিলাম ক্রয় চূড়ান্ততা অর্জন করেছে – বাদী কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি – সুতরাং, কোনও প্রতিকার দেওয়া যেত না -*

পূর্ববর্তী আদেশগুলি চূড়ান্ততা অর্জন করেছিল এবং তাই, নতুন মামলার বিনোদনের জন্য একটি বাধা হিসাবে পরিচালিত হয়েছিল - বাদী কর্তৃক মামলা সম্পত্তি কেনার তারিখে, লিস পেন্ডেনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে, বিবাদী নং ২ দ্বারা দায়ের করা মামলাটি বিচারাধীন ছিল - সুতরাং, ধারা ৫২-এ থাকা বিধানগুলি স্পষ্টভাবে মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে - মালিকানা এবং বাতিলযোগ্য ঘোষণার মামলা - সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ - ধারা ৫২ - লিস পেন্ডেন্স - রেস জুডিকাটার মতবাদ।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

স্থির করেঃ আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর উপ-নিয়ম **(১)**-এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যখন কোনও স্থাবর সম্পত্তি ডিক্রি কার্যকর করার সময় বিক্রি করা হয়, তখন ডিক্রি-ধারক বা ক্রেতা বা সম্পদের অনুমোদনযোগ্য বণ্টনে অংশীদার হওয়ার অধিকারী অন্য কোনও ব্যক্তি, বা যার স্বার্থ বিক্রির দ্বারা প্রভাবিত হয়, তিনি কোনও বস্তুগত অনিয়ম বা প্রকাশনা বা পরিচালনায় জালিয়াতির ভিত্তিতে বিক্রয় বাতিল করার জন্য আদালতে আবেদন করতে পারেন। আদেশ **XXI**-এর বিধি ৯০-এর উপ-বিধি **(২)**-এ কেবল অনিয়ম বা জালিয়াতির কারণে, বিক্রয় বাতিল করা হবে না যদি না এই ধরনের অনিয়ম বা জালিয়াতির কারণে আপত্তিকারীর যথেষ্ট ক্ষতি না হয় এবং এই ধরনের আপত্তি এমন হওয়া উচিত যা আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর উপ-বিধি **(৩)**-এ বর্ণিত বিক্রয় ঘোষণার তারিখের আগে উত্থাপিত হতে পারত না এবং সম্পত্তির কেবল ত্রুটি বা ক্রোকের অনুপস্থিতি বিক্রয় বাতিল করার কারণ হবে না। যেখানে জালিয়াতি বা বস্তুগত অনিয়ম হয়েছে যেখানে অবিচার হয়েছে সেখানে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে তা প্রমাণ করা প্রয়োজন। বর্তমান মামলায়, আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে আবেদনটি মূল বাদী দ্বারা ডিফল্ট উপস্থিতির জন্য দায়ের করা হয়েছিল। এটি যদিও এপির বরখাস্ত ছিল) নেতৃত্বে। এটি এমন কোনও মামলা ছিল না যে রক্ষণাবেক্ষণের মামলায় জারি করা ডিক্রি জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিল এবং এর ফলে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ২৩] [৪৭০-সি-এফ]

রাজেন্দ্র সিং বনাম রামধর সিং ও অন্যান্যরা, এ. আই. আর ২০০১ এস. সি ২২২০-এর উপর নির্ভরশীল।

১.২. যেখানে নিয়ম ৯০ আদেশ **XXI** সিপিসি এর অধীনে বস্তুগত অনিয়মের কারণে বিক্রয় বাতিল করার জন্য একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং আদেশ **XXI** এর নিয়ম ৯২(১) এর অধীনে বিক্রয় নিশ্চিত করা হয়েছে, সেখানে আদেশ **XXI** বিধি ৯২(৩) এর বিধান অনুসারে আপত্তিকারীকে একই কারণে বিক্রয় বাতিল করার জন্য মামলা দায়ের করতে বাধা দেওয়া হবে। [অনুচ্ছেদ ২৪] [৪৭০-জি]

ব্রহ্মায়া বনাম আপ্পায়া, (১৯২১) ৪৪ মাদ্রাজ ৩৫১ ঃ ৬২ আইসি ২০৩: এআইআর ২১ মাদ্রাজ ১২১, মা স বনাম মং কিয়ো এআইআর ২৮ রং ১৮: নন্দ কিশোর বনাম সুলতান এআইআর ১৯২৬ লাহ ১৬৫-অনুমোদিত।

১.৩ যখন নিলাম ক্রেতা নিজে ডিক্রি-ধারক হন এবং যখন বিধি ৯০-এর আওতায় থাকা ছাড়া অন্য কোনও ভিত্তিতে বিক্রয় বাতিল করার জন্য আবেদন করা হয় এবং বিধি ৮৯-এর অধীনে কোনও আবেদন করা হয়নি, তখন মামলাটি ৪৭ ধারার অধীনে পড়বে। সুতরাং, এটি আবেদনে যে কারণগুলি অনুরোধ করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করবে। আদেশ **XX**১, বিধি ৯০-এর অধীনে বস্তুগত অনিয়মের ভিত্তিতে বিক্রয় বাতিল করার জন্য একটি দাবির সাথে যোগ দেওয়া অনুমোদিত, যাতে ৪৭ ধারার অধীনে দাবি করা হয় যে বিক্রয় একটি ডিক্রি হিসাবে রায়-ঋণদাতার মৃত্যুর পরে পাস করা হয়েছিল। মৃত রায়ের আইনী প্রতিনিধিদের আপত্তি-ঋণগ্রহীতা যে জমি পৈতৃক সম্পত্তি ছিল এবং বিক্রয় তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না তা আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর সাথে পঠিত ধারা ৪৭-এর অধীনে উত্থাপিত হতে পারে, তবে এটি আপত্তির প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে যে এটি আদেশ **XXI** সিপিসি-র বিধি ৯০-এর আওতায় ছিল কি না। আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে দায়ের করা ডিফল্টের জন্য খারিজ হওয়া আবেদন পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে এবং তারপরে যদি বিক্রয় নিশ্চিত হয়ে যায় তবে এটি আদেশ **XXI** বিধি ৯২ (৩)-এর অধীনে সরবরাহ করা হয় যে বিধি ৯২ (১)-এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ বাতিল করার জন্য কোনও মামলা আনা হবে না যার বিরুদ্ধে এই ধরনের আদেশ দেওয়া হয়। আদেশ **XXI** বিধি ৯২ (১)-এ বলা হয়েছে যে, যেখানে আদেশ **XXI** বিধি ৮৯, ৯০ বা ৯১-এর অধীনে কোনও আবেদন দায়ের করা হয়েছে, সেটি অনুমোদন করা হয়নি, সেখানে আদালত বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্য একটি আদেশ দেবে এবং তারপরে বিক্রয় নিরপেক্ষ হয়ে উঠবে এবং আদেশ **XXI** সিপিসি-র বিধি ৯২-এর সাব-বিধি (৩)-এর আদেশ অনুসারে কোনও মামলা হবে না, যার বিরুদ্ধে এই ধরনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। বিক্রয় নিশ্চিত করার আদেশটি এমন কোনও ক্ষেত্রে করা যেতে পারে যেখানে বিক্রয় বাতিল করার জন্য কোনও আবেদন করা হয় না বা যেখানে কোনও আবেদন করা হয় এবং অনুমোদিত হয় না যে এটি খেলাপিভাবে খারিজ করা হয়। বিক্রয় নিশ্চিত করার আদেশটি বাতিল করার জন্য কোনও মামলা দায়ের করা হবে না। বিক্রয় বাতিল করতে অস্বীকৃতি একটি আপিলযোগ্য আদেশ।

যদি আদালত একটি বিক্রয় বাতিল করে দেয় বা বাতিল করতে অস্বীকার করে যার মধ্যে এমন একটি মামলা অন্তর্ভুক্ত থাকে যেখানে আদেশ **XXI** বিধি ৮৯, ৯০ বা ৯১ এর অধীনে একটি আবেদন ডিফল্টের জন্য খারিজ করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ২৫] [৪৭১-এ-এফ]

সুপিরিয়র ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম বুদ্ধ সিং, (১৯২৪) ২২ এ এল এল এলজে ৪১৩; অক্ষিয়া বনাম গোবিন্দরাজুলু (১৯২৪) ৪৭ এমএলজে ৫৪৯-অনুমোদিত।

২.১ তাৎক্ষণিক মামলায় স্বীকার করা যায় যে, মূল বাদী আদেশ **XXI**, বিধি ৯০ এবং ধারা ৪৭ এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন, এই ভিত্তিতে যে তিনি ৯.১১.১৯৭৪ তারিখের একটি বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে ১০,০০০/- টাকায় ক্রয় করা প্রশ্নবিদ্ধ জমির মালিক ছিলেন এবং দখলে রাখা হয়েছিল। তিনি আদালতের বিক্রয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। নিলাম অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে কোনও ড্রাম বাজানো ছিল না। তিনি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি মূল্যের জন্য একজন ক্রেতা ছিলেন। সম্পত্তির সঠিক মূল্য ছিল না। বিক্রয় পরিচালনায় বস্তুগত অনিয়ম ছিল। নিলাম নিশ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে কষ্ট হবে। সুতরাং, নিলাম বিক্রয় বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল। উপরোক্ত আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, আদেশ **XXI** বিধি ৯২ (৩) মাটিতে নতুন মামলাটির বিনোদনের জন্য একটি বাধা হিসাবে কাজ করবে যাতে অনুরোধ করা হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ২৬] [৪৭১-জি-এইচ; ৪৭২-এ-বি]

২.২ বাদী আদালতের নিলাম বিক্রয় এবং আবেদনপত্রে নিশ্চিতকরণের তথ্য সম্পূর্ণরূপে গোপন করেছেন এবং কোনও সাক্ষ্য দেননি যে তিনি আদেশ **XXI** বিধি ৯০(১) এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেছেন এবং এটি ৩১.৩.১৯৭৮ তারিখে খারিজ করা হয়েছে যেখানে মামলাটি আপত্তি এবং বিক্রয় নিশ্চিতকরণ খারিজ করার ১৯ দিন পরে ১৯.৪.১৯৭৮ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল। বাদী জালিয়াতি বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মের ভিত্তিতে আদালত কর্তৃক অনুষ্ঠিত নিলামের বিষয়ে প্রশ্ন তোলেননি। তিনি নিজেকে একজন প্রকৃত ক্রেতা বলে দাবি করেছেন। আদেশ **XXI** বিধি ৯০ এর অধীনে দায়ের করা আবেদনেও এই যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছিল। এটি খারিজ করার ফলে তাকে নতুন মামলা দায়ের করতে বাধা দেওয়া হত, নতুন মামলা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো অনুমোদিত কারণে আদালতের নিলামের বিষয়ে প্রশ্ন তোলা তার উপর বাধ্যতামূলক ছিল কিন্তু তা করা হয়নি। আদেশ **VI** বিধি ৪ সিপিসি-তে বলা হয়েছে যে কোনও সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে জালিয়াতি, ভুল উপস্থাপনা এবং যোগসাজশের অভিযোগ আবেদনপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এই দাবির পক্ষে কোনও প্রমাণ রেকর্ডে নেই, যা গ্রহণ করা হয়নি, এবং এটি প্রমাণিতও হয়নি।

এইভাবে, প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট এইভাবে অনুষ্ঠিত আদালতের নিলামে ডিক্রি-ধারক এবং রায় ঋণদাতার জালিয়াতি এবং যোগসাজশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে গুরুতর অবৈধতা করেছে। ডিক্রি-ধারক দ্বারা করা নিলাম ক্রয় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিক্রির নিশ্চিতকরণ বাদী দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি। সুতরাং, কোনও স্বস্তি মঞ্জুর করা যেত না এবং পূর্ববর্তী আদেশগুলি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং নতুন মামলার বিনোদনের জন্য একটি বাধা হিসাবে কাজ করে। **[**অনুচ্ছেদ ২৭,২৮**] [**৪৭২-বি-ডি, ই-জি**]**

২.৩ লিস পেন্ডেন্সের প্রশ্নে, ডিক্রিধারক ১৯৬৮ সালে মামলাটি দায়ের করেছিলেন, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে প্রশ্নবিদ্ধ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সৃষ্টির জন্য। টিপি আইনের ৫২ ধারার ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে যে, মামলা বা কার্যধারার বিচারাধীনতা আরজি দাখিলের তারিখ থেকে শুরু হবে বলে মনে করা হবে। সুতরাং, ৯.১১.১৯৭৪ তারিখে বিক্রয় দলিল সম্পাদনের তারিখে, ডিক্রিধারকের দায়ের করা মামলাটি বিচারাধীন ছিল। সুতরাং, ৫২ নং ধারায় থাকা বিধানগুলি স্পষ্টভাবে মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। **[**অনুচ্ছেদ ২৯**] [**৪৭২-জি-এইচ; ৪৭৩-এ-বি**]**

নাগুবাই আম্মাল ও অন্যান্যরা বনাম বি. শামা রাও ও অন্যান্যরা এআইআর ১৯৫৬ এসসি ৫৯৩-এর উপর নির্ভরশীল।

৩. টিপি আইনের ৩৯ নং ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হস্তান্তরকারীর দখলে থাকা স্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে রক্ষণাবেক্ষণের চার্জ কার্যকর করা যেতে পারে। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, হস্তান্তরকারীকে সম্পত্তির দখলে রাখা হয়নি বাদী নং ১-এর অভিযোগ এবং দখল থেকে স্পষ্ট। বিক্রয়টিও সৎ বলে মনে হয় না। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্ত্রীর দাবিকে পরাজিত করার অভিপ্রায়ের সাথে এটি স্পষ্ট ছিল যে কেন দখল হস্তান্তর করা হয়নি। বাদী মামলাটি যে ১৯৭৪ সালে বিক্রয় দলিল কার্যকর করা হলেও, বাদী নং ১ আবার ১৯৭৬ সালে জোরপূর্বক দখল নেওয়ার যোগ্য নয়।

তা ছাড়া, আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে আবেদনে এমন আবেদন করা হয়নি যে তিনি ৯.১১.১৯৭৪-এ বিক্রয় দলিল কার্যকর করার সময় মামলাটির বিচারাধীনতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি আসামী নং ১-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং স্পষ্টতই ১৯৬৮ সাল থেকে বিচারাধীন মামলা মোকদ্দমার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সুতরাং, তাকে মোটেও সৎ ক্রেতা বলা যায় না। তা ছাড়া, আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে ৪৭ ধারা সহ পঠিত আবেদনটি খারিজ হয়ে যায়। **[**অনুচ্ছেদ ৩১**] [**৪৭৪-বি-ই**]**

সাধু সিং বনাম গুরুদ্বার সাহিব নারিকে ও অন্যান্যরা (২০০৬) ৮ এস. সি. সি ৭৫-প্রযোজ্য নয়।

নানী গোপাল পল বনাম টি. প্রসাদ সিং ও অন্যান্যরা (১৯৯৫) ৩ এস. সি. সি ৫৭৯; লাল চাঁদ বনাম লাল চাঁদ বনাম অষ্টম অতিরিক্ত জেলা বিচারক ও অন্যান্যরা (১৯৯৭) ৪ এস. সি. সি ৩৫৬-উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.১ তাৎক্ষণিক স্বাচ্ছন্দ্যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মৃত্যুদণ্ডের কার্যধারায় প্রদত্ত সুদ ভাগ করে নেওয়ার পরে কোনও স্বীকৃতি নেই। আদালত আইন অনুসারে নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রক্ষণাবেক্ষণ মামলায় গৃহীত ডিক্রি জালিয়াতি বা ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে ছিল না। ডিক্রি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সম্পত্তির নিলামের ক্ষেত্রেও এই মামলাটি স্থাপন করা হয়নি। বিপরীতে, স্বামী রক্ষণাবেক্ষণ মামলায় প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রিটির বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন, যা যোগ্যতার ভিত্তিতে খারিজ করা হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ৪০] [৪৭৬-জি-এইচ; ৪৭৭-এ]

৪.২ সুদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর, যে সুদ ভাগ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও স্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য নয়, সাক্ষ্য আইনের ১৮ ধারাটি তাৎক্ষণিক মামলার সত্য-পরিস্থিতির প্রতি আকৃষ্ট হয় না। ৫.৮.১৯৭৮-এ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে তথাকথিত সমঝোতা উভয় পক্ষের দ্বারা কাজে চাপ দেওয়া হয়নি এবং স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছে। তারা এমন একটি মামলা স্থাপন করেছিল যে এই ধরনের কোনও নিষ্পত্তি করা হয়নি-এর বিরুদ্ধে বা এর ভিত্তিতে তাদের দ্বারা কোনও দাবি করা হয়নি। যদি তা হত, তবে সাক্ষ্য আইনের ১৮ ধারার বিধানগুলি আকৃষ্ট হত। [অনুচ্ছেদ ৪০] [৪৭৭-এফ-জি]

ভি. স্বরাজলক্ষ্মী এবং অন্যান্যরা বনাম অনুমোদিত কর্মকর্তা, ভূমি সংস্কার, এ. আই. আর ২০০৩ এস. সি ২৩৪৭; [২০০৩] ৩ এস. সি. আর ৫৭৫-প্রযোজ্য নয়।

Case Law Reference

(1995) 3 SCC 579 referred to Paras 21, 37

AIR 2001 SC 2220 relied on Para 23

(1921) 44 Mad. 351 approved Para 24

AIR 1926 Lah 165 approved Para 24

(1924) 22 All LJ 413 approved Para 25

(1924) 47 MLJ 549 approved Para 25

AIR 1956 SC 593 relied on Para 29

(2006) 8 SCC 75 held inapplicable Para 35

(1997) 4 SCC 356 referred to Para 39

[2003] 3 SCR 575 held inapplicable Para 41

দেওয়ানি আপিল এক্তিয়ারঃ ২০১৮ সালের ৫০০৭ নং দেওয়ানি আপিল

২০১১ সালের নিয়মিত দ্বিতীয় আপিল নং ২৬৩৩-এ বেঙ্গালুরুতে কর্ণাটক হাইকোর্টের ১৮.১২.২০১৪ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে।

রাজু রাম চন্দ্রন, প্রবীণ আইনজীবী, জোসেফ পুককট, শেশাগিরি রাও, ধাওয়েশ পহুজা, এম/এস এ. পি. অ্যান্ড জে চেম্বার্স, আইনজীবীরা আপিলকারীর পক্ষে।

এস. এস. নাগানন্দ, প্রবীণ আইনজীবী, শ্যাম কৌন্ডিন্য, সুশ্রী কে. ভি. ভারতী উপাধ্যায়, আইনজীবীরা উত্তরদাতার পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেছেন

অরুণ মিশ্রা, বিচারপতি ১. অনুমতি মঞ্জুর।

২. আপিলটি বিবাদী দ্বারা পছন্দ করা হয়েছে। ব্যাকড্রপ তথ্যগুলি ইঙ্গিত দেয় যে সিদ্দগিরিগৌড়ার একজন থোপাম্মা স্ত্রী ওএস মামলা দায়ের করেছেন। প্রতি মাসে ৩০০ টাকা হারে রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা মঞ্জুর করার জন্য এবং বাদী তফসিলে উল্লিখিত ১৩টি সম্পত্তির উপর অভিযোগ গঠনের জন্য ডোড্ডাবল্লাপুরের মুন্সিফের আদালতে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। মামলাটি ১৭.১.১৯৬৮-এ দায়ের করা হয়েছিল। মামলার বিচারাধীন থাকাকালীন, থোপাম্মার স্বামী সিদ্দাগিরিগৌড়া ৫ একর ১৮ গুঁটা জমির জরিপ নং ১১ এবং ১৮ গুঁটা জমির জরিপ নং ৬৮/১, ১০ এবং ১৩ নং আইটেমের জন্য ১০,০০০/- টাকার একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন, যা উত্তরদাতা ১ নং এর পিতা এন.কে. গিরিরাজ শেঠির পক্ষে প্রযোজ্য। ৬.২.১৯৭৫ তারিখে, সম্পত্তির দখল প্রদানের বিষয়ে সিদ্দাগিরিগৌড়া ক্রেতার পক্ষে দখল হস্তান্তরের ঘোষণাপত্র সম্পাদন করেন।

৩. থোপাম্মা অর্থাৎ ও.এস. নং ২৪৫, ১৯৬৮ সালের ২৪.৬.১৯৭৬ তারিখে দায়ের করা মামলাটি ডিক্রি করা হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল অভিযোগ দায়েরের তারিখ থেকে আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে ১০০/- টাকা ভরণপোষণ ভাতা মঞ্জুর করা, এবং মামলার তফসিল সম্পত্তিতে চার্জ তৈরি করা হয়েছিল, যার মধ্যে ৯.১১.১৯৭৪ তারিখে এন.কে. গিরিরাজ শেঠির কাছে বিক্রি হওয়া সম্পত্তিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর বিরুদ্ধে প্রথম আপিল ১.৯.১৯৭৬ তারিখে যোগ্যতার ভিত্তিতে খারিজ করা হয়েছিল।

৪. ডিক্রিটি সন্তুষ্ট না হওয়ায়, ডিক্রি-ধারক তোপাম্মা পূর্বোক্ত মামলায় গৃহীত রক্ষণাবেক্ষণের ডিক্রি কার্যকর করার জন্য একটি মৃত্যুদণ্ডের আবেদন দায়ের করেন। ২৮.৯.১৯৭৭-এ, তোপাম্মা আদালতে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর আদেশ **XXI** বিধি ৭২ (সংক্ষেপে, 'সিপিসি')-এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেন যাতে দাবি নিষ্পত্তি করে মৃত্যুদণ্ডের মামলায় আদালত কর্তৃক সম্পত্তি নিলামের সময় বিড করার অনুমতি দেওয়া হয়। কার্যকরকারী আদালত থাপাম্মাকে রক্ষণাবেক্ষণের পরিমাণ নির্ধারণ করে আইটেম নং ১,৭,৮ এবং ১৩-এর ক্ষেত্রে বিড করার অনুমতি দেয়। রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ছিল ১১,৬০০/- টাকা।

৫. ৫.১০.১৯৭৭ তারিখে, তফসিল সম্পত্তির নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং থোপাম্মা ১০,১৮৫/- টাকায় ১, ৭, ৮ এবং ১৩ নং আইটেম কিনে নেন।

৬. সিদ্দাগিরিগৌড়া ১৬.১১.১৯৭৭ তারিখে আদেশ **XXI** বিধি ৯০ সিপিসি-র অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেন। বিবাদী নং ১-এর পিতা, এন.কে. গিরিরাজ শেঠিও ৫.১০.১৯৭৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বিক্রয় বাতিল করার জন্য ধারা ৪৭-এর অধীনে আদেশ **XXI** বিধি ৯০ সিপিসি-র সাথে পঠিত একটি আবেদন দাখিল করেন। ৫.১.১৯৭৮ তারিখে সিদ্দাগিরিগৌড়া এবং থোপাম্মার মধ্যে বন্দোবস্ত দলিল সম্পাদিত হয় যার মাধ্যমে ১৯৬৮ সালের ও.এস. নং ২৪৫-এর আইটেম নং ১৩, ৫, ১০ এবং ১২ এবং খসরা নং ১২ (বাড়ি) থোপাম্মাকে বরাদ্দ করা হয়। তবে, দলিলের ভিত্তিতে কোনও সুদ দাবি করা হয়নি এবং এর সম্পাদনের বিষয়টি পক্ষগুলি অস্বীকার করেছে।

৭. ৩১.৩.১৯৭৮-এ, সিদ্দগিরিগৌড়ার দায়ের করা একটি আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল কারণ আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে চাপ দেওয়া হয়নি, যেখানে এন. কে. গিরিরাজ শেট্টির দায়ের করা আবেদনটি নিষ্পত্তির মামলায় সেটিং-এর জন্য খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল, বিক্রয়টি উপস্থিতির ডিফল্ট হিসাবে খারিজ করা হয়েছিল এবং বিক্রয় থোপাম্মার পক্ষে নিশ্চিত করা হয়েছিল।

৮. এন. কে. গিরিরাজ শেট্টি ৪৭ ধারার সাথে পঠিত আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে আবেদন দাখিলের বিষয়টি দমন করে এবং এর বরখাস্তটি ১৯৭৮ সালের মামলা নং ১০৯ দায়ের করে সিভিল বিচারক, (জুনিয়র বিভাগ), নেলমঙ্গলার আদালতে মালিকানা ঘোষণা এবং দখল পুনরুদ্ধারের জন্য। মামলাটি পরে ১৯৮৯ সালের ও.এস. নং ৮৫ হিসাবে পুনঃনামকরণ করা হয়েছিল। যাইহোক, ১১.১৯৭৯-এ মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকারী আদালত থোপাম্মার পক্ষে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করেছিল এবং ২৯.১.১৯৭৯-এ দখলের শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল এবং তার কাছে দখল হস্তান্তর করা হয়েছিল।

৯. বাদী, এন. কে. গিরিরাজ শেট্টি ১৯৮৯ সালের ও. এস. নং ৮৫-এ দাবি করেছেন যে তিনি ৯.১১.১৯৭৪-এ ১০,০০০/- টাকার জন্য সম্পত্তিটি কিনেছিলেন। দখলও সরবরাহ করা হয়েছিল, পাহানিতে এন্ট্রি করা হয়েছিল, তিনি ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত দখলে ছিলেন। এরপর, বিবাদী ১৯৭৬ সালে তাকে উচ্ছেদ করে।

বাদী কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে প্রতিবাদী দখলটি হস্তান্তর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

তবে, তিনি ৫.১.১৯৭৮ তারিখে তার স্ত্রীর পক্ষে একটি মীমাংসাপত্রে প্রবেশ করেন যার উপর তার কোনও অধিকার ছিল না। উপাধিটি বাদীর কাছে ন্যস্ত থাকত। তিনি সামান্য লাভের জন্যও প্রার্থনা করেছিলেন। বাদী পরে অভিযোগটি সংশোধন করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে বিবাদীরা একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে বাদীকে সম্পত্তি কেনার জন্য ভারী পরিমাণ বিনিয়োগ করতে বাধ্য করে এই সত্যটি দমন করে যে ১৯৬৮ সালের ও.এস. নং ২৪৫-এ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের চার্জ ছিল। তিনি মূল্যের জন্য সম্পত্তির একজন সৎ ক্রেতা ছিলেন। বাদী একটি ঘোষণার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যে তিনি নির্ধারিত সম্পত্তির পরম মালিক ছিলেন, দখল এবং প্রচুর লাভ পুনরুদ্ধারের জন্যও প্রার্থনা করেছিলেন। জরিপ নং ১১ এবং ৬৮/১ এর বিরুদ্ধে যথাক্রমে ৫ একর ৩৯ গুন্টা এবং ১৮ গুন্টা জমির একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

১০. সিদ্দাগিরিগৌড়া, বিবাদী নং ১, কর্তৃক দাখিল করা লিখিত বিবৃতিতে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ৯.১১.১৯৭৪ তারিখের বিক্রয় দলিলটি জামানত জামানতের উপর সম্পাদিত একটি নামমাত্র বিক্রয় দলিল ছিল এবং বাদীর কাছ থেকে ১০,০০০/- টাকার পরিমাণ ধার করা হয়েছিল, সিদ্দাগিরিগৌড়া তার এবং স্ত্রী থোপাম্মার মধ্যে ৫.১.১৯৭৮ তারিখের নিষ্পত্তি দলিল সম্পাদন অস্বীকার করেছেন। ১৯৬৮ সালের ও.এস. নং ২৪৫-এ সম্পত্তির উপর একটি অভিযোগ ছিল যা ঘোষণা করা হয়েছিল এবং জমির দখল কখনই বাদীকে দেওয়া হয়নি।

১১. বিবাদী নং ২ থোপাম্মা তার লিখিত বিবৃতিতে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে তফসিলি সম্পত্তি সিদ্দগিরিগৌড়ার যৌথ পরিবারের অন্তর্গত, ৫.১.১৯৭৮ তারিখের বন্দোবস্ত দলিল সম্পাদনকে অস্বীকার করেছেন এবং এটি তার উপর বাধ্যতামূলক নয়। তিনি উক্ত নিষ্পত্তি দলিলের অধীনে মামলা তফসিল সম্পত্তিতে কোনও অধিকার দাবি করেননি। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ১৯৬৮ সালের রক্ষণাবেক্ষণ মামলা ও.এস. ২৪৫ তিনি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় আদালতের নিলামের মাধ্যমে সম্পত্তিটি কিনেছিলেন। বাদী তার স্বামীর একজন বন্ধু এবং সহযোগী ছিলেন যিনি ভরণপোষণ মামলা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন এবং ভরণপোষণ দাবি প্রত্যাহার করার জন্য, বাদী এবং তার স্বামী যোগসাজশে ৯.১১.১৯৭৪ তারিখের একটি নামমাত্র এবং কাল্পনিক বিক্রয় দলিল তৈরি করেছিলেন। মামলাটি বিচারাধীন থাকাকালীন সময়ে উক্ত বিক্রয় দলিলটি সম্পাদিত হয়েছিল এবং ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের (সংক্ষেপে 'টিপি আইন') ৫২ ধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তিনি আদালতের নিলামের মাধ্যমে সম্পত্তিটি কিনেছিলেন। মামলায় করা অন্যান্য বক্তব্যও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। ১৯.১০.১৯৮১ তারিখে বাদী এবং বিবাদী নং ১ সিদ্দাগিরিগৌড়ার মধ্যে একটি আপস আবেদন দাখিল করা হয়েছিল যেখানে বিবাদী নং ১ লিখিত বিবৃতিতে বাদীর বিরুদ্ধে স্থাপিত মামলা প্রত্যাহারের দাবি করেছিলেন।

১২. প্রতিবাদী নং ২, থোপাম্মা, ৫.৩.১৯৮৭-এ তার লিখিত বিবৃতি সংশোধন করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে বাদী একজন কৃষক নন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা, সোনা এবং রূপোর গহনা ব্যবসায়ী ছিলেন। সুতরাং, তিনি ৯.১১.১৯৭৪ তারিখের বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে কৃষিজমি কেনার অধিকারী ছিলেন না।

১৩. এরপরে, যথার্থ ক্রেতার আবেদনের মূল্য নির্ধারণের জন্য অভিযোগ সংশোধন করা হয়েছিল যা তোপাম্মা তার অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতিতে অস্বীকার করেছিলেন। বাদী ১৯৬৮ সালের রক্ষণাবেক্ষণ মামলার বিচারাধীনতা সম্পর্কে জানতেন।

১৪. ২৩.৬.১৯৯৫-এ, বিবাদী নং ১ একটি পাল্টা দাবি দায়ের করেন যে বিক্রয় দলিলটি নামমাত্র এবং কাল্পনিক ছিল এবং তিনি পুনর্বাসন দলিলটি কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। বাদী পাল্টা দাবি দায়ের করেন যে এটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়, সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ এবং আপোষ করার পরে বাদী একটি পাল্টা দাবি দায়ের করার অধিকারী ছিলেন না।

১৫. ৭.১১.১৯৯৬ তারিখে, থোপাম্মা বিবাদী নং ৩ সিদ্দাগঙ্গাইয়াহর পক্ষে ২,২০,০০০/- টাকার একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন। বিবাদী নং ১ ২৫.১০.১৯৯৮ তারিখে মারা যান। এরপর, থোপাম্মাও ১৭.২.২০০০ তারিখে মারা যান।

১৬. ক্রেতা সিদ্দগঙ্গাইয়া, অভিযুক্ত আসামী নং ৩, ১৯৮৯ সালের ও.এস. নং ৮৫-এ একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন। থোপাম্মা ৫.১০.১৯৭৭ তারিখের নিলামে সম্পত্তিগুলি কিনেছিলেন। বিক্রয় সনদ জারি করা হয়েছিল এবং দখল হস্তান্তর করা হয়েছিল ২৯.১.১৯৭৯ তারিখে। বাদীর দায়ের করা ধারা ৪৭ এর অধীনে আদেশ **XXI** বিধি ৯০ এর সাথে পঠিত আবেদনটি খারিজ করা হয়েছিল। বাদী আদালত কর্তৃক থোপাম্মার পক্ষে অনুষ্ঠিত নিলাম বিক্রয়কে বিরোধিতা করেননি। বাদী আদেশ **XXI** বিধি ৯০ এর অধীনে তার আবেদন প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিলেন। তিনি উক্ত বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেননি এবং সত্যটি গোপন করে মামলা দায়ের করেননি, যা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না।

১৭. ৫.১.২০০৭ তারিখের রায় এবং ডিক্রির মাধ্যমে বিচারিক আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয়। রায়ে বলা হয় যে বাদী সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিক নন এবং আদেশ **XXI** বিধি ৯০ এবং ধারা ৪৭ এর অধীনে আবেদনটি খারিজ করা হয়েছে। সেই আদেশটি বিরোধিতাহীন ছিল। দায়ের করা আবেদন এবং তার খারিজ সম্পর্কে অভিযোগের আবেদনগুলি নীরব ছিল, পাশাপাশি সংলগ্ন মালিকদের পরীক্ষা করা হয়নি। আদালত কর্তৃক নিলাম বিক্রয়কে আরজিতে প্রশ্ন করা হয়নি। বিক্রয়টি টিপি আইনের ধারা ৫২ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং রেস জুডিকাটা দ্বারা মামলাটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

বাদী প্রথম আপিল আদালতে ২০০৯ সালের আর.এ. নং ১২৩ হিসাবে একটি আপিল পছন্দ করেছিলেন। আপিলটি ৪.১১.২০১১ তারিখের রায় এবং ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। প্রথম আপিল আদালত বলেছিল যে লিস পেন্ডেনগুলি প্রযোজ্য নয়। জালিয়াতি এবং যোগসাজশের মাধ্যমে বিক্রয় এবং অভিযোগের নিশ্চিতকরণ করা হয়েছিল। আদেশ **XXI** বিধি ৯০ এর অধীনে আবেদনটি উপস্থিতির অভাবে খারিজ করা হয়েছিল, যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়, একটি বক্তৃতা আদেশের মাধ্যমে। প্রথম আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, একটি নিয়মিত দ্বিতীয় আপিল দায়ের করা হয়েছিল এবং একই রায় এবং ১৮.১২.২০১৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে খারিজ করা হয়েছিল, তাই বর্তমান আপিল।

১৮. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী রাজু রাম চন্দ্রন আবেদন করেন যে মামলাটি রেস জুডিকাটার নীতির দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত, কারণ আদেশ **XXI** বিধি ৯০ সিপিসি এবং ধারা ৪৭ সিপিসি অনুসারে আবেদনটি খারিজ করা হয়েছে, এটিকে বহাল রাখা যাবে না। হাজিরা না দেওয়ার কারণে ৩১.৩.১৯৭৮ তারিখে আবেদনটি খারিজ করা হয়েছিল। আদালত কর্তৃক অনুষ্ঠিত নিলাম বিক্রয়টি বিরোধিতাহীন ছিল। এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। ঘোষণা এবং দখলের জন্য পৃথক মামলা বহাল রাখা যাবে না।

১৯. এটিও অনুরোধ করা হয়েছিল যে বিবাদী নং ২, থোপাম্মার পক্ষে ডিক্রি চূড়ান্ততা অর্জন করেছে এবং আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে আবেদন খারিজ করা মামলাটির বিনোদনের উপর একটি বাধা হিসাবে কাজ করে। বাদী পরিষ্কার হাতে আদালতে আসেননি এবং দমন করেছিলেন; আবেদন খারিজ এবং আদালত কর্তৃক অনুষ্ঠিত নিলামের বস্তুগত সত্য। তবে এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে ১৯৭৪ সালে বিক্রয়টি লিস পেন্ডেনের দ্বারা আঘাত হানে।' সম্পত্তিটি ১৯৭৪ সালে কেনা হয়েছিল, যেখানে ১৯৬৮ সালে বিবাদী নং ২ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ এবং তফসিল সম্পত্তিতে চার্জ তৈরির জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল। বিক্রয়টি স্পষ্টতই টিপি আইনের ধারা ৫২-এ অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলির সাপেক্ষে ছিল। অভিযোগ উপস্থাপনের তারিখ থেকে লিস শুরু হয়েছিল। বাদীকে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই একজন সৎ ক্রেতা বলা যায় না। তিনি জানতেন যে মামলাটি থোপাম্মার স্বামীর বন্ধু এবং আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে একটি আবেদনও দায়ের করেছিলেন। তথাকথিত বিক্রয় দলিলের অধীনে দখল তাঁর কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। হাইকোর্ট এই রায় দিতে ভুল করেছিল যে মামলাটিতে ডিক্রি দেওয়ার তারিখ অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের ও.এস. নং ২৪৫-এ অভিযোগটি তৈরি করা হয়েছিল। হাইকোর্ট হিন্দু দত্তক গ্রহণ ও রক্ষণাবেক্ষণ আইন, ১৯৫৬ (সংক্ষেপে, "আইন")-এর বিধানগুলি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেনি বা টিপি আইনের বিধানগুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি।

২০. বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী শ্রী এস.এস. নাগানন্দ যুক্তি দেন যে, ১৯৬৮ সালের ২৪.৬.১৯৭৬ তারিখে ও.এস. নং ২৪৫-এ ডিক্রি জারির তারিখেই অভিযোগটি তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে বিক্রয় দলিল সম্পাদনের তারিখে কোনও অভিযোগ ছিল না। টিপি আইনের ৩৯ এবং ১০০ ধারা বিবেচনা করে, যেহেতু বাদী একজন প্রকৃত ক্রেতা ছিলেন, তাই তার দখলে থাকা সম্পত্তির বিরুদ্ধে অভিযোগটি কার্যকর করা যেত না। সম্পূর্ণ মালিকানা ঘোষণা করা হয়েছিল।

২১. বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী আইনের ২৭ এবং ২৮ ধারার উপরও নির্ভর করেছেন যাতে যুক্তি দেওয়া যায় যে এটি কেবল একটি ডিক্রি যা এমন একটি অভিযোগ তৈরি করে যা কোনও সৎ ক্রেতার বিরুদ্ধে নয়। বাদী দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিল নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য থোপম্মার পক্ষে উন্মুক্ত ছিল না। এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে আদালত ৫.১০.১৯৭৭-এ একটি নিলাম করেছে এবং ৯.১১.১৯৭৪ তারিখের বিক্রয় দলিল উপেক্ষা করে একটি বক্তৃতা আদেশ ছাড়াই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ৩১.৩.১৯৭৮-এ এটি নিশ্চিত করেছে, ডিক্রি ধারক বিক্রয় দলিল কার্যকর করার বিষয়টি কার্যকরকারী আদালতের কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য ছিল। স্বামী ও স্ত্রী যোগসাজশ করে এবং প্রতারণামূলকভাবে প্রকৃত ক্রেতার পণ গ্রহণের অধিকার হরণ করার জন্য কাজ করেছিলেন। ডিক্রিধারী শ্রীমতি থোপাম্মা মামলার সম্পত্তির চারটি আইটেম বেছে নিয়েছিলেন যার মধ্যে বাদী কর্তৃক ৯.১১.১৯৭৪ তারিখে ক্রয় করা বিষয় সম্পত্তিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেহেতু বিক্রয়ের বিষয়ে কখনও প্রশ্ন তোলা হয়নি, তাই এটি বাধ্যতামূলক ছিল। বিচার আদালত কর্তৃক মামলা খারিজ করা অবৈধ ছিল। ডিফল্টভাবে আদেশ **XXI** বিধি ৯০ এর অধীনে আবেদনটি খারিজ করা হয়েছিল। যোগ্যতার ভিত্তিতে এর কোনও রায় দেওয়া হয়নি। সুতরাং, শ্রীমতী থোপাম্মা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে তিনি আদালতের নিলাম তারিখ ৫.১০.১৯৭৭ এবং বিক্রয় নিশ্চিতকরণের অধীনে সম্পত্তির বৈধ মালিকানা পেয়েছিলেন। বিচারের ঋণগ্রহীতা, স্বামী ১৯৬৮ সালের রক্ষণাবেক্ষণ মামলায় ডিক্রিটিকে আপিল করেছিলেন এবং ৫,০০০ টাকা জমা সাপেক্ষে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল যা জমা করা হয়নি। সুতরাং, এইভাবে অনুষ্ঠিত নিলামকে বৈধ বলা যায় না। ৫.১০.১৯৭৭-এ নিলাম বিক্রয় করার জন্য কোনও নতুন বিক্রয় ঘোষণা জারি করা হয়নি, আদালত থেকে নতুন বিক্রয় আদেশ পাওয়ার প্রয়োজন ছিল। বিক্রয় বাতিল ছিল। যেহেতু সিদ্দগিরিগৌড়ার যে সম্পত্তির জন্য আদালত নিলাম করেছিল তাতে কোনও বিক্রয়যোগ্য সুদ ছিল না, তাই নানি ইওপাল পল বনাম টি. প্রসাদ সিং এবং অন্যান্যরা **(১৯৯৫)** ৩ এসসিসি ৫৭৯-এ অনুষ্ঠিত বাধ্যতামূলক পদ্ধতি মেনে না চলার বিষয়টি আদালত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিবেচনা করতে পারে। আদালতের বিক্রয় পরিচালনা করার সময় সংঘটিত প্রকাশ্য অবৈধতার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত নীরব দর্শক হতে পারে না। প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্টের সমবর্তী ফলাফল রয়েছে যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে করা বিক্রয় জালিয়াতি এবং সংযোগমূলক ছিল। তথ্যের অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপের কোনও কারণ তৈরি করা হয়নি।

ডিক্রিধারীর স্বামী ৩১.৩.১৯৭৮-এর উপর আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে আবেদনটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। থোপাম্মা ছাড়া অন্য কোনও দরদাতা ছিলেন না। বাদী কর্তৃক দায়ের করা আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে আবেদনটি অ-বিচারের জন্য খারিজ করা হয়েছিল। আদেশটি যোগ্যতার ভিত্তিতে ছিল না। সুতরাং, মামলাটি বিনোদনের উপর কোনও বাধা ছিল না। আবেদনকারীর দাবি মিথ্যা ছিল কারণ ডিক্রিধারীর স্বামী থোপাম্মা এন. কে.-এর অধীনে ভাড়াটে বলে দাবি করে ফর্ম ৭-এ একটি ঘোষণা দায়ের করেছিলেন। গিরিরাজ শেট্টি যে দাবিটি জমি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা ২৪.৮.১৯৮১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে কোনও ভাড়াটিয়া ছিল না এবং তিনি এন. কে. গিরাজা শেট্টির কাছে সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন। থোপাম্মার বিবাদী নং ১ স্বামী এন.কে. গিরিরাজ শেঠির পক্ষে একটি আপস আবেদন দায়ের করেছিলেন এবং পরে একটি পাল্টা দাবি দায়ের করেছিলেন যা সিদ্দগিরিগৌড়া এবং তার স্ত্রী থোপাম্মার মৃত্যুর কারণে স্থগিত হয়ে যায়, এবং কেউই একই মামলা পরিচালনা করতে দেখা যায়নি। ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ১৮ নং ধারা (সংক্ষেপে, "সাক্ষ্য আইন")-এর উপর নির্ভর করে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে সুদের সাথে বিচ্ছেদ হওয়ার পরে, কোনও স্বীকারোক্তি করা যেত না, এবং আদেশ **XXI** বিধি ৬৬ সিপিসি মেনে চলা হত না, এবং বাদী দ্বারা বিধি ৯০ সিপিসি-র অধীনে আবেদন আদেশ দাখিল করা অনিয়ম এবং তাদের নিরাময় করা হয়নি। বাদী সেই ডিক্রি গ্রহণের অধিকারী ছিলেন যা সঠিকভাবে মঞ্জুর করা হয়েছে। আবেদনে হস্তক্ষেপের জন্য কোনও মামলা করা হয়নি।

২২. বিবেচনার জন্য প্রথম প্রশ্ন হল যে বাদী কর্তৃক আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে দায়ের করা আবেদন খারিজ হওয়ার কারণে, বর্তমান মামলাটি রক্ষণযোগ্য বলে বলা যেতে পারে কিনা। সত্যটি বিতর্কিত নয় যে আদালত নিলাম অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে, আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে একটি আবেদন বাদী দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল, এটি ৩১.৩.১৯৭৮-এ উপস্থিতির খেলাপি হিসাবে খারিজ করা হয়েছিল, আদেশ **XXI** বিধি ৯০ সিপিসি এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"[বিধি ৯০. অনিয়ম বা জালিয়াতির ভিত্তিতে বিক্রয় আলাদা রাখার আবেদন।-

(১) ডিক্রি কার্যকর করার সময় যেখানে কোনও স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা হয়েছে, সেখানে ডিক্রি-ধারক, বা ক্রেতা, বা সম্পদের হারযোগ্য বণ্টনে অংশীদার হওয়ার অধিকারী অন্য কোনও ব্যক্তি, বা যার স্বার্থ বিক্রির দ্বারা প্রভাবিত হয়, তা প্রকাশ বা পরিচালনায় বস্তুগত অনিয়ম বা জালিয়াতির ভিত্তিতে বিক্রয় বাতিল করার জন্য আদালতে আবেদন করতে পারে।

(২) প্রকাশনা বা পরিচালনায় অনিয়ম বা জালিয়াতির কারণে কোনও বিক্রয় বাতিল করা হবে না, যদি না প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে আদালত সন্তুষ্ট হয় যে আবেদনকারী এই ধরনের অনিয়ম বা জালিয়াতির কারণে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন।

(৩) এই নিয়মের অধীনে বিক্রয় বাতিল করার জন্য কোনও আবেদন এমন কোনও ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে না যা আবেদনকারী বিক্রয়ের ঘোষণা করার তারিখে বা তার আগে নিতে পারতেন।

ব্যাখ্যা-বিক্রি হওয়া সম্পত্তির কেবল অনুপস্থিতি বা বাজেয়াপ্তকরণ, এই নিয়মের অধীনে বিক্রয় বাতিল করার জন্য একটি ভিত্তি হবে না।]"

২৩. আদেশ XXI বিধি ৯০-এর উপ-নিয়মে (১) স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যখন কোনও স্থাবর সম্পত্তি ডিক্রি কার্যকর করার সময় বিক্রি করা হয়, তখন লেক্রি-হোল্ডার বা ক্রেতা বা সম্পদের উপযুক্ত বণ্টনের অংশীদার হওয়ার অধিকারী অন্য কোনও ব্যক্তি, বা যার স্বার্থ বিক্রির দ্বারা প্রভাবিত হয়, তিনি কোনও বস্তুগত অনিয়ম বা প্রকাশনা বা পরিচালনায় জালিয়াতির ভিত্তিতে বিক্রয় বাতিল করার জন্য আদালতে আবেদন করতে পারেন। আদেশ XXI-এর বিধি ৯০-এর উপ-বিধি (২)-এ যেমন বিধান করা হয়েছে, কেবল অনিয়ম বা জালিয়াতির ভিত্তিতে বিক্রয় বাতিল করা হবে না, যদি না এই ধরনের অনিয়ম বা জালিয়াতির কারণে আপত্তিকারীর যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং এই ধরনের আপত্তি এমন হওয়া উচিত যা আদেশ XXI-এর বিধি ৯০-এর উপ-বিধি (৩)-তে প্রদত্ত বিক্রয়ের ঘোষণা প্রণয়নের তারিখের আগে উত্থাপিত হতে পারত না এবং সম্পত্তির কেবল ত্রুটি বা বাজেয়াপ্তির অনুপস্থিতি কোনও আইন বাতিল করার ভিত্তি হবে না। যেখানে জালিয়াতি বা বস্তুগত অনিয়ম হয়েছে যেখানে অবিচার হয়েছে সেখানে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে তা প্রমাণ করা প্রয়োজন। রাজেন্দ্র সিং বনাম রামধর সিং ও অন্যান্যরা, এ. আই. আর ২০০১ এস. সি ২২২০ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছিল যে আদালতের বিক্রয় বাতিল করার জন্য মূল্যের অপ্রতুলতা কোনও ভিত্তি নয়। বর্তমান মামলায়, আদেশ XXI বিধি ৯০-এর অধীনে আবেদনটি মূল বাদী দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল যা ডিফল্টের জন্য খারিজ করা হয়েছিল। তবুও এটি দাখিল করা আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। এটি এমন কোনও মামলা ছিল না যে ভরণপোষণের মামলায় প্রদত্ত ডিক্রি জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিল এবং এর ফলে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।

২৪. যেখানে নিয়ম ৯০ আদেশ XXI সিপিসি এর অধীনে বস্তুগত অনিয়মের কারণে বিক্রয় বাতিল করার জন্য একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং আদেশ XXI এর নিয়ম ৯২(১) এর অধীনে বিক্রয় নিশ্চিত করা হয়েছে, সেখানে আদেশ XXI বিধি ৯২(৩) এর অধীনে বিধান অনুসারে আপত্তিকারীকে ব্রাহাইয়া বনাম আপ্পায়া, (১৯২১) ৪৪ মাদ্রাজ ৩৫১ = ৬২ আইসি ২০৩ = এআইআর ২১ মাদ্রাজ ১২১, মা সা বনাম মাউং কিয়াও, এআইআর ২৮ রং ১৮; নন্দ কিশোর বনাম সুলতান, এআইআর ১৯২৬ লাহ ১৬৫ এর মতো একই কারণে বিক্রয় বাতিল করার জন্য মামলা দায়ের করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

২৫. যখন নিলাম ক্রেতা নিজেই ডিক্রি-ধারক হন এবং যখন নিয়ম ৯০-এর আওতায় থাকা ছাড়া অন্য কোনও ভিত্তিতে বিক্রয়কে আলাদা করার জন্য আবেদন করা হয় এবং নিয়ম ৮৯-এর অধীনে কোনও আবেদন করা হয়নি, তখন মামলাটি ৪৭ ধারার অধীনে পড়বে যেমনটি সুপিরিয়র ব্যাঙ্ক লিড বনাম বুধ সিং, (১৯২৪) ২২ এ এল এল এলজে ৪১৩; অক্ষিয়া বনাম গোবিন্দরাজুলু (১৯২৪) ৪৭ এমএলজে ৫৪৯-এ নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং, এটি আবেদনে যে কারণগুলি অনুরোধ করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করবে। আদেশ **XXI**, বিধি ৯০ এর অধীনে বস্তুগত অনিয়মের কারণে বিক্রয় বাতিল করার দাবির সাথে ধারা ৪৭ এর অধীনে একটি দাবির সাথে যোগদান করা অনুমোদিত যে রায়-দেনাদারের মৃত্যুর পরে ডিক্রিটি পাস করা হয়েছিল বলে বিক্রয়টি বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত রায়-ঋণদাতার আইনী প্রতিনিধিদের আপত্তি যে মামলা জমি পূর্বপুরুষের সম্পত্তি ছিল এবং বিক্রয় বাধ্যতামূলক ছিল না, তাদের উপর আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর সাথে পাঠ করা ধারা ৪৭-এর অধীনে উত্থাপিত হতে পারে। তবে, এটি আপত্তির প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে যে এটি আদেশ **XXI** সিপিসি-র নিয়ম ৯০-এর আওতায় ছিল কিনা। আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে দায়ের করা ডিফল্টের জন্য খারিজ হওয়া আবেদনটি পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে এবং তারপরে যদি বিক্রয় নিশ্চিত করা হয়, তবে আদেশ **XXI** বিধি ৯২ (৩)-এর অধীনে এটি সরবরাহ করা হয় যে বিধি ৯২ (১)-এর অধীনে করা কোনও আদেশ বাতিল করার জন্য কোনও মামলা আনা হবে না যার বিরুদ্ধে এই ধরনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আদেশ **XXI** বিধি ৯২ (১)-এ বলা হয়েছে যে, যেক্ষেত্রে আদেশ একবিংশ বিধি ৮৯, ৯০ বা ৯১-এর অধীনে কোনও আবেদন দায়ের করা হয়েছে, সেটি অনুমোদিত নয়, সেক্ষেত্রে আদালত বিক্রয় নিশ্চিত করার আদেশ দেবে এবং তার পরে বিক্রয় নিরপেক্ষ হয়ে উঠবে এবং আদেশ আদেশ **XXI** সিপিসি-র নিয়ম ৯২-এর উপ-নিয়ম (৩)-এর আদেশ অনুযায়ী কোনও মামলা দায়ের করা হবে না, যার বিরুদ্ধে এই ধরনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। বিক্রয় নিশ্চিত করার আদেশ দেওয়া যেতে পারে যেখানে বিক্রয় বাতিল করার জন্য কোনও আবেদন করা হয় না বা যেখানে কোনও আবেদন করা হয় এবং অনুমোদিত হয় না যে এটি খেলাপিভাবে খারিজ করা হয়। নিশ্চিত করার আদেশ বাতিল করার জন্য কোনও মামলা উভয় ক্ষেত্রেই থাকবে না, বিক্রয়। বিক্রয় বাতিল করতে অস্বীকার করা একটি আপিলযোগ্য আদেশ। যদি আদালত একটি বিক্রয় বাতিল করে দেয় বা বাতিল করতে অস্বীকার করে যার মধ্যে এমন একটি মামলা অন্তর্ভুক্ত থাকে যেখানে আদেশ **XXI** বিধি ৮৯, ৯০ বা ৯১ এর অধীনে একটি আবেদন ডিফল্টের জন্য খারিজ করা হয়েছে।

২৬. তাৎক্ষণিক মামলায় স্বীকার করা যায় যে, মূল বাদী আদেশ **XXI**, বিধি ৯০ এবং ধারা ৪৭ এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন, এই ভিত্তিতে যে তিনি ৯.১১.১৯৭৪ তারিখের একটি বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে ১০,০০০/- টাকায় ক্রয় করা প্রশ্নবিদ্ধ জমির মালিক ছিলেন এবং দখলে রাখা হয়েছিল। তিনি আদালতের বিক্রয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। নিলাম অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে কোনও ড্রাম বাজানো ছিল না। তিনি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

তিনি মূল্যের জন্য একজন ক্রেতা ছিলেন। সম্পত্তির সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি। বিক্রয় পরিচালনায় বস্তুগত অনিয়ম ছিল। নিলাম নিশ্চিত হলে কষ্টের সৃষ্টি হত। সুতরাং, নিলাম বিক্রয় বাতিল করার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। উপরোক্ত আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, আদেশ **XXI** বিধি ৯২ **(৩)** এইভাবে অনুরোধ করা ভিত্তিতে নতুন মামলা বিনোদনের জন্য একটি বাধা হিসাবে কাজ করবে।

২৭. বাদী আদালতের নিলাম বিক্রয় এবং নিশ্চিতকরণের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আরজিতে গোপন করেছেন এবং কোনও সাক্ষ্য দেননি যে তিনি আদেশ **XXI** বিধি ৯০**(১)** এর অধীনে আবেদন দাখিল করেছিলেন এবং এটি ৩১.৩.১৯৭৮ তারিখে খারিজ করা হয়েছিল, যেখানে মামলাটি আপত্তি এবং নিশ্চিতকরণ খারিজ করার ১৯ দিন পরে ১৯.৪.১৯৭৮ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল। বাদী জালিয়াতি বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মের ভিত্তিতে আদালত কর্তৃক অনুষ্ঠিত নিলামের বিষয়ে প্রশ্ন তোলেননি। তিনি নিজেকে একজন প্রকৃত ক্রেতা বলে দাবি করেছেন। আদেশ **XXI** বিধি ৯০ এর অধীনে দায়ের করা আবেদনেও এই যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছিল। এটি খারিজ করার ফলে তাকে নতুন মামলা দায়ের করতে বাধা দেওয়া হত, নতুন মামলা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কোনও অনুমোদিত কারণে আদালতের নিলামের বিষয়ে প্রশ্ন তোলা তার উপর বাধ্যতামূলক ছিল কিন্তু তা করা হয়নি। আদেশ **XXI** বিধি ৯০ এর অধীনে যে কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল তা তাৎক্ষণিকভাবে উত্থাপন করা যাবে না। আরজিতে জালিয়াতি বা যোগসাজশের কোনও আবেদন উত্থাপিত হয়নি। সুতরাং, প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট উভয়ই আবেদনপত্রের বাইরে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে নিলাম বিক্রয় জালিয়াতি এবং যোগসাজশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আদেশ **VI** বিধি ৪ সিপিসি-তে বলা হয়েছে যে কোনও সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে জালিয়াতি, ভুল উপস্থাপনা এবং যোগসাজশের অভিযোগটি আবেদনপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। যে দাবিটি নিজেই গৃহীত হয়নি তার পক্ষে কোনও প্রমাণ রেকর্ডে নেই, এটিও প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং, প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট আদালতের নিলামে ডিক্রিধারক এবং রায়ের দেনাদারদের জালিয়াতি এবং যোগসাজশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে গুরুতর অবৈধ কাজ করেছে।

২৮. ডিক্রি-ধারক থোপাম্মার দ্বারা করা নিলাম ক্রয় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। বিক্রির নিশ্চিতকরণ বাদী দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি সুতরাং, কোনও ত্রাণ মঞ্জুর করা যেত না এবং পূর্ববর্তী আদেশগুলি চূড়ান্ততা বজায় রাখে এবং নতুন মামলা বিনোদনের জন্য একটি বাধা হিসাবে কাজ করে।

২৯. লিস পেন্ডেন্সের প্রশ্নে, শ্রীমতী থোপাম্মা ১৯৬৮ সালে প্রশ্নবিদ্ধ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তৈরির জন্য মামলা দায়ের করেছিলেন।

টিপি আইনের ধারা ৫২-এর ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে কোনও মামলা বা কার্যধারার মুলতুবি থাকা অভিযোগ উপস্থাপনের তারিখ থেকে শুরু হবে বলে মনে করা হবে। সুতরাং. ৯.১১.১৯৭৪-এ বিক্রয় দলিল কার্যকর করার তারিখে. থোপাম্মা দ্বারা দায়ের করা মামলাটি মুলতুবি ছিল। সুতরাং. ধারা ৫২-এ থাকা বিধানগুলি স্পষ্টভাবে মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। নাগুবাই আম্মাল ও অন্যান্যরা বনাম বি. শামা রাও ও অন্যান্যরা এআইআর ১৯৫৬ এসসি ৫৯৩ মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"৯. এই প্রশ্নের উপর. যেহেতু ১৯১৯-২০-এর ও.এস. নং ১০০-এ অভিযোগের জন্য আবেদন করা হয়েছিল ৬-৬-১৯১৯-এ. ডঃ নানজুন্দা রাওয়ের কাছে বিক্রির পরে ৩০-১-১৯২০-এ সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ধারা ৫২-এর দুষ্টুমির মধ্যে প্রথম দৃষ্টিতে পড়বে. এবং চার্জ ডিক্রি কার্যকর করার ক্ষেত্রে ২-৮-১৯২৮-এ দেবম্মার ক্রয়ের দ্বারা প্রভাবিত হবে।

শ্রী কে. এস. কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার. আপিলকারীদের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী. আমাদের সামনে নীচের আদালতে তাদের দ্বারা অনুরোধ করা যুক্তিটি চাপিয়ে দেননি যে যখন কোনও অভিযোগ ফর্ম পাপেরিসে উপস্থাপন করা হয় তখন এটি মামলা হিসাবে স্বীকার এবং নিবন্ধিত হওয়ার পরেই শুরু হয়. যা এই ক্ষেত্রে ১৭-৬-১৯২০-এ ছিল. প্রদর্শনী **VI**-এর অধীনে বিক্রির পরে-ধারা ৫২-এর ব্যাখ্যার সরল ভাষার সরাসরি বিরোধিতা করে। এবং তিনি এটাও স্বীকার করেন যে. যখন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনও মামলা দায়ের করা হয় এবং নির্দিষ্ট সম্পত্তির উপর তা ধার্য করার প্রবণতা থাকে. তখন এটি এমন একটি মামলা যেখানে স্থাবর সম্পত্তির অধিকার সরাসরি প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং এই মামলাটি অভিযোগের তারিখে শুরু হয়. ডিক্রিটির তারিখে নয়. যা অভিযোগ তৈরি করে।

কিন্তু তিনি যুক্তি দেখান যে. নীচের আদালতগুলির সিদ্ধান্ত যে. ৩০-১-১৯২০ তারিখের বিক্রয় দলিলটি ধারা ৫২ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত. তা নিম্নলিখিত তিনটি কারণে খারাপঃ (১) লি 's পেন্ডেন্সের প্রশ্ন আবেদনে উত্থাপিত হয়নি এবং বাদীর জন্য উন্মুক্ত নয়। (২) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মামলা. ১৯১৯-২০-এর ও.এস. নং ১০০ এবং তাতে গৃহীত ডিক্রি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিক্রয় সবই মিলেমিশে করা হয়েছে এবং ধারা ৫২-এর সেই অনুযায়ী কোনও আবেদন নেই। (৩) ১৯১৯-২০ সালের ২-৮-১৯২৮ তারিখের ও.এস. নং ১০০-এর ডিক্রি কার্যকর করে দেবম্মার ক্রয়টি বাতিল এবং অকার্যকর. কারণ ১৯-২-১৯২৬ তারিখে কেশবানন্দের সম্পত্তি যার কাছে ন্যস্ত করা হয়েছিল. তিনি বিক্রয় কার্যক্রমের একজন পক্ষ ছিলেন না।

(জোর আমাদের)

৩০. লিস পেন্ডেন্স সম্পর্কে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে ছাড়টি যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছিল, তারপরে আইনি প্রস্তাবটি স্থাপন করেছে। বিক্রয়টি স্পষ্টতই টিপি আইনের ধারা ৫২-এ থাকা বিধানের অধীন ছিল।

৩১. উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে, টিপি আইনের ৩৯ ধারার বিধানগুলির উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছে যা স্থানান্তরের সাথে সম্পর্কিত যেখানে তৃতীয় ব্যক্তি রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী। এতে বিধান করা হয়েছে যে যদি এই ধরনের সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয় তবে অধিকারটি হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে যার বিজ্ঞপ্তি রয়েছে বা যদি স্থানান্তরটি অযাচিত হয় তবে বিবেচনার জন্য এবং অধিকারের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে নয়। ধারা ৩৯ স্পষ্টভাবে বলে যে হস্তান্তরকারীর মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে রক্ষণাবেক্ষণের চার্জ প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, হস্তান্তরকারী সম্পত্তির ব্যবহারিক দখল বাদী নং ১-এর অভিযোগ এবং দখল থেকে স্পষ্ট ছিল না। বিক্রয়টি যথার্থ বলে মনে হয় না। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্ত্রীর দাবিকে পরাজিত করার অভিপ্রায়ে এটি স্পষ্ট ছিল যে এই কারণেই দখল হস্তান্তর করা হয়নি। বাদীর মামলাটি যে যদিও ১৯৭৪ সালে বিক্রয় দলিল কার্যকর করা হয়েছিল, তবে বিবাদী নং ১ আবার ১৯৭৬ সালে জোরপূর্বক দখল নিয়েছিল, তা গ্রহণযোগ্যতার যোগ্য নয়। এর থেকে আংশিকভাবে এটি আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে আবেদনে এমনভাবে দাবি করা হয়নি যে তিনি ৯.১১১৯৭৪-এ বিক্রয় দলিল কার্যকর করার সময় মামলার বিচারাধীনতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি আসামী নং ১-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং স্পষ্টতই ১৯৬৮ সাল থেকে বিচারাধীন মামলা মোকদ্দমার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন।সুতরাং, তাকে একজন সৎ ক্রেতা ইটাল বলা যায় না, তা ছাড়া, উক্ত আবেদন সম্বলিত ধারা ৪৭ সিপিসি সহ পঠিত আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর অধীনে আবেদনটি খারিজ হয়ে যায়,

৩২. টিপি আইনের ধারা ১০০-এ অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলির উপরও রিলায়েন্স রাখা হয়েছে যা প্রযোজ্য বলে বলা যায় না। ধারা ১০০-এ বলা হয়েছে যে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির সম্পত্তিকে অন্য ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের জন্য অর্থের সুরক্ষা করা হয়। পরবর্তী ব্যক্তির সম্পত্তির উপর চার্জ রয়েছে বলে বলা হয়। তবে, যার কাছে এই ধরনের সম্পত্তি বিবেচনার জন্য এবং বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই স্থানান্তর করা হয়েছে তার হাতে কোনও চার্জ থাকবে না। ইতিমধ্যে যেমন বলা হয়েছে, এনকে গিরিরাজ শেট্টিকে সৎ ক্রেতা বলা যায় না। এর বাইরে, এটি স্পষ্টভাবে টিপি আইনের ধারা ৫২-এ অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলির সাপেক্ষে ছিল। এছাড়াও আদেশ **XXI** বিধি ৯০-এর আপত্তি খারিজ হয়ে যায়। সুতরাং, তিনি নিলাম বিক্রয় এবং এর নিশ্চিতকরণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন যা নিয়ে তাঁর প্রশ্ন তোলা উচিত ছিল।

৩৩. আইনের ২৭ ধারার উপরও নির্ভর করা হয়েছে যাতে বলা যায় যে, আইনের অধীনে ভরণপোষণ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বা তার কোনও অংশের উপর চার্জ হিসেবে গণ্য হবে না, যদি না তা মৃত ব্যক্তির ইচ্ছার দ্বারা অথবা আদালতের ডিক্রি দ্বারা বিবাদী এবং সম্পত্তির মালিকের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোনও অংশের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

এটি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং, বিধানটি প্রযোজ্য নয়। ধারা ২৭ এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"২৭. রক্ষণাবেক্ষণ কখন চার্জ হবে।-এই আইনের অধীনে ভরণপোষণের জন্য কোনও নির্ভরশীলের দাবি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর বা তার কোনও অংশের উপর চার্জ হবে না, যদি না এটি মৃত ব্যক্তির ইচ্ছায়, আদালতের ডিক্রি দ্বারা, নির্ভরশীল এবং সম্পত্তি বা অংশের মালিকের মধ্যে চুক্তি দ্বারা বা অন্যথায় তৈরি করা হয়।

৩৪. ২৮ নং ধারার উপর নির্ভর করা হয়েছে, এতে বলা হয়েছে যে, যেখানে কোনও নির্ভরশীল ব্যক্তির কোনও সম্পত্তি থেকে রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এই জাতীয় সম্পত্তি বা কোনও পক্ষ হস্তান্তরিত হয়েছে, সেখানে রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে, এই ধরনের হস্তান্তরকারী বিবেচনার জন্য এবং বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সৎ হস্তান্তরকারী হওয়া উচিত নয় এবং বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বিবেচনার জন্য হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে এটি প্রয়োগ করা যাবে না। নথিভুক্ত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিধানটি কোনও সহায়ক নয়।

৩৫. সাধু সিং বনাম গুরুদ্বার সাহিব নারিকে এবং অন্যান্যরা-এর উপর রিলায়েন্স স্থাপন করা হয়েছে। (২০০৬) ৮ এস. সি. সি ৭৫ যেখানে এই আদালত নির্ধারণ করেছে যে টিপি আইনের ৩৯ ধারার বিধানগুলি আইনের ২৮ ধারার বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে, বর্তমান মামলার তথ্যে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত থেকে কোনও সমর্থন নেওয়া যাবে না।

৩৬. এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে আদালতের বিক্রয় যান্ত্রিকভাবে করা হয়েছিল এবং কথা বলার আদেশ ছাড়াই এবং আদেশ **XXI** বিধি ৬৬-এর বাধ্যতামূলক বিধানগুলি মেনে চলা ছাড়াই নিশ্চিত করা হয়েছিল, অভিযোগটিতে এই জাতীয় কোনও ভিত্তি নেওয়া হয়নি এবং প্রমাণের অভাবে এটি পরীক্ষা করা যায় না। বিক্রয় এবং এর নিশ্চিতকরণ নিজেই কোনও ভিত্তিতে প্রশ্ন করা হয়নি। বিবাদী নং ২-এর কাছে বিক্রয় এবং দখল সরবরাহের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দমন রয়েছে। মূল বাদী পরিষ্কার হাতে আদালতে আসেননি এবং দমন-পীড়নের জন্য দোষী ছিলেন।

৩৭. এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে এই আদালত নানি গোপাল পল বনাম টি. প্রসাদ সিং ও অন্যান্যরা (১৯৯৫) ৩ এসসিসি ৫৭৯ মামলায় এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অবৈধতার বিষয়টি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে লক্ষ্য করতে পারে। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, যখন বাধ্যতামূলক পদ্ধতির অ-সম্মতি থাকবে, তখন এই আদালত নীরব ও অসহায় দর্শক থাকবে না এবং জালিয়াতির মাধ্যমে আদালতের বিক্রয় পরিচালনা করার সময় সংঘটিত স্পষ্ট অবৈধতা বাতিল করতে হবে।

প্রস্তাবটি নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। তবে, তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, কোনও ভাল, খারাপ বা অন্য কোনও ভিত্তিতে নিলামের কার্যধারাকে কোনও বিরোধিতা নেই। প্রমাণের অভাবে এবং তথ্য গোপন না করলে, এটি পরীক্ষা করা যাবে না।

৩৮. একবার নিলাম নিয়ে প্রশ্ন তোলা না হলে এবং আদেশ **XXI** বিধি ৯২ **(**৩**)** দ্বারা একটি বাধা তৈরি করা হলে, এই সমস্ত প্রশ্নগুলি উত্তেজিত বা অনুরোধ করা যায় না। বাদী পরিষ্কার হাত দিয়ে আদালতে আসেননি যেমন তাকে অনুরোধের ভিত্তিতে কোনও ত্রাণ পাওয়ার অধিকারী বলা যায় না।

৩৯. নির্ভরতাকে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপরও রাখা হয়েছে লাল চাঁদ বনাম অষ্টম অতিরিক্ত জেলা বিচারক ও অন্যান্যরা **(**১৯৯৭**)** ৪ এস. সি. সি. ৩৫৬-এ যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে ৫.১০.১৯৭৭-এ নিলাম বিক্রয় অনিয়মিত এবং অকার্যকর ছিল, যা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যোগসাজশ এবং জালিয়াতির স্ম্যাকিং ছিল। যদিও আবেদনে দায়ের করা আদালতের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি ৫,০০০/- টাকা জমা না দেওয়ার কারণে স্পনও নির্ভরশীল ছিল, তবে সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করা যেতে পারত। বিক্রয়কে প্রতারণামূলক, মিলিত বা শুরুতে অকার্যকর বলা যেতে পারে না। একজন ক্রেতা হিসেবে, কোনও নোটিশ জারি করার প্রয়োজন ছিল না এবং এন.কে. গিরিরাজ শেঠি মামলা, অভিযোগ এবং বিক্রয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাই তিনি আদেশ **XXI** বিধি ৯০ সিপিসি-এর অধীনে আপত্তি দায়ের করেছিলেন এবং মামলা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হন। লাল চাঁদ **(**উপরে**)** মামলায় এই আদালত জানিয়েছে যে আদেশ **XXI** বিধি ৭২-এর বিধানগুলি বাধ্যতামূলক এবং কোনও ডিক্রি-ধারকের আদালতের অনুমতি ছাড়া নিলামে দরপত্র দেওয়ার কোনও অধিকার নেই। তবে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং নিলামে ডিক্রিটল পরিমাণের বিপরীতে সেট অফ করা হয়েছিল। ১১,৬০০ টাকা বকেয়া ছিল যা প্রাসঙ্গিক সময়ে একটি বিশাল পরিমাণ ছিল। এটি এমন মামলা ছিল না যে আদেশ **XXI** বিধি ৬৬ এবং ৬৭ সিপিসি-তে থাকা বিধান অনুসারে আইন অনুসারে বিক্রয়টি অবহিত করা হয়নি।

৪০. নির্ভরতাকেও সাক্ষ্য আইনের ১৮ ধারায় রাখা হয়েছে। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ফাঁসির কার্যধারায় সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। সে নিলাম আদালত আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রক্ষণাবেক্ষণ মামলায় জারি করা ডিক্রি জালিয়াতি বা ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে ছিল না। ডিক্রি কার্যকর করার সময় সম্পত্তির নিলামের ক্ষেত্রেও এই ধরনের মামলা করা হয়নি।

বিপরীতভাবে, স্বামী রক্ষণাবেক্ষণ মামলায় গৃহীত রায় এবং ডিক্রিটির বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন, যা যোগ্যতার ভিত্তিতে খারিজ করা হয়েছিল। সাক্ষ্য আইনের ১৮ ধারায় বলা হয়েছে

"১৮. কার্যধারায় পক্ষ বা তার এজেন্টের দ্বারা ভর্তি-কার্যধারায় কোনও পক্ষ বা কোনও এজেন্টের দ্বারা প্রদত্ত বিবৃতি, যাকে আদালত মামলার পরিস্থিতিতে স্পষ্টভাবে বা অন্তর্নিহিতভাবে অনুমোদিত বলে মনে করে, সেগুলি ভর্তি।

প্রতিনিধি চরিত্রে মামলা দায়েরকারী দ্বারা-কোনও প্রতিনিধি চরিত্রে মামলা দায়ের করা বা মামলা দায়ের করা পক্ষগুলির দ্বারা প্রদত্ত বিবৃতিগুলি গ্রহণযোগ্য নয়, যদি না সেগুলি তৈরি করা পক্ষ সেই চরিত্রটি ধরে না রাখে।

বিবৃতি প্রদান করেছেন-

(১) বিষয়-বিষয়ে আগ্রহী পক্ষ.-কার্যধারার বিষয়।-বিষয়ে যে কোনও মালিকানাধীন বা আর্থিক আগ্রহ রয়েছে এবং যারা আগ্রহী ব্যক্তিদের চরিত্রে বিবৃতি দেয়, বা

(২) যে ব্যক্তির কাছ থেকে সুদ নেওয়া হয়েছে।-যে ব্যক্তিদের কাছ থেকে মামলার পক্ষগুলি মামলার বিষয়ে তাদের আগ্রহ অর্জন করেছে,

বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তিদের স্বার্থের ধারাবাহিকতায় যদি সেগুলি গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা স্বীকারোক্তি।"

সুতরাং, সুদের সাথে ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে, ভাগ করা সুদ সম্পর্কিত কোনও স্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য নয়, বিধানটি তাত্ক্ষণিক মামলার সত্য-পরিস্থিতিতে আকৃষ্ট হয় না। ৫.৮.১৯৭৮-এ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে তথাকথিত নিষ্পত্তিটি উভয়ের দ্বারা কাজে চাপ দেওয়া হয়নি এবং স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছে। তারা এমন একটি মামলা স্থাপন করেছিল যে এর ভিত্তিতে তাদের দ্বারা কোনও নিষ্পত্তি করা হয়নি বা কোনও দাবি করা হয়নি। যদি তা হত তবে সাক্ষ্য আইনের ১৮ ধারার বিধানগুলি আকৃষ্ট হত।

৪১. নির্ভরতাকে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপরও স্থাপন করা হয়েছে ভি. স্বরাজ্যালক্ষ্মী ও অন্যান্যরা বনাম অনুমোদিত কর্মকর্তা, ভূমি সংস্কার, এ. আই. আর ২০০৩ এস. সি ২৩৪৭ এই ভিত্তি উত্থাপন করার জন্য যে আদালত বিক্রির তারিখে বিবাদী নং ১-এর সম্পত্তিতে কোনও বিক্রয়যোগ্য সুদ ছিল না।

এইভাবে বিক্রয়টি অকার্যকর এবং কলুষিত ছিল। সিদ্ধান্তটি আকৃষ্ট হয় না কারণ সম্পত্তির উপর একটি চার্জ ছিল এবং ক্রয়টি লি 'স পেন্ডেন্সের সময় করা হয়েছিল এবং ধারা ৫২-এর বিধান সাপেক্ষে ছিল লেনদেনটি বিনা বিজ্ঞপ্তিে সৎভাবে ক্রয় এবং মামলা বিচারাধীন বলে বলা যায় না। নিলাম সম্পর্কিত দায়ের করা আপত্তি খারিজ করা হয়েছে এবং মামলাটিতে নিলাম নিয়ে প্রশ্ন করা হয়নি। সুতরাং, দায়ের করা আবেদনের মামলার প্রকৃত ম্যাট্রিক্সে দাঁড়ানোর কোনও পা নেই।

৪২. উত্তরদাতার পক্ষ থেকে আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ভূমি সংস্কার আইনের অধীনে ১ নং বিবাদী এন. কে গিরিরাজা শেট্টির ভাড়াটিয়া হওয়ার দাবি করেছিলেন। যে মিথ্যা দাবি করা হয়েছে তা বাদীর কারণ বহন করে। কারণ নিলামটি ইতিমধ্যে ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯৭৯ সালে নিশ্চিত হয়েছিল। আরও, ১ নং বিবাদী দ্বারা পাল্টা দাবি দায়ের করার মাধ্যমে এবং এর হ্রাস বাদীটির কোনও উদ্দেশ্য সাধন করতে যাচ্ছে না কারণ বাদীকে দখল পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে তার নিজের স্বত্বের শক্তিতে সফল হতে হবে। কেবলমাত্র ১ নং আসামী একটি পাল্টা দাবি দায়ের করেছিলেন যে পরিবহনটি নামমাত্র এবং কাল্পনিক ছিল এবং এটি ঋণের লেনদেন ছিল, তাই এটি বরখাস্ত করা বাদীর মামলাটিকে আর বহন করে না। যেহেতু সম্পত্তিটি আদালতের সাপেক্ষে ছিল, নিলাম যা তার দ্বারা প্রশ্ন করা হয়নি। সুতরাং, তিনি সম্পত্তির অধিকার, মালিকানা এবং সুদ, যদি থাকে, হারিয়েছেন।

৪৩. ফলস্বরূপ, আমরা রিয়েল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রি যথাযথ বলে মনে করি। এটি প্রথম আপিল আদালত দ্বারা অবৈধভাবে বাতিল করা হয়েছে। উচ্চ আদালতও অগ্রহণযোগ্য ভিত্তিতে দ্বিতীয় আপিল খারিজ করে ভুল করেছে। সুতরাং, প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রি, যা হাইকোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, তা বাতিল করার যোগ্য এবং বাতিল করা হয়েছে এবং বাদীর মামলাটি খারিজ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রি এই শর্তাবলীতে অনুমোদিত। মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, পক্ষগুলিকে তাদের নিজ নিজ খরচ বহন করতে হবে, যেমন ব্যয় করা হয়েছে।

দেবিকাগুজরাল আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen